চাঁদপুরের প্রথিতযশা শিল্পী রুপালী সাহা

রুপালী সাহা একজন প্রথিতযশা শিল্পীর নাম। যার কণ্ঠের কারুকাজ, গায়কী ঢং সুরের মুর্ছনা মুহূর্তে নিয়ে যায় এক ভাবের জগতে। সেপ্টেম্বর ২০০৬ এ হঠাৎ আমার মায়ের কার্ডিয়্যাক এ্যাটাকে মৃত্যুর খবরে কক্ষচ্যুত উল্কার মতো ছুটে যাই দেশে। ভারাক্রান্ত হৃদয় আর অসহ্য সেই অনুভূতির মাঝেই প্রথম সপ্তাহেই খুঁজে পাই সত্তর ও আশির দশকের তুখোড় শিল্পী চম্পক সাহার। 'রুপসী চাঁদপুর' এবং 'মরুপলাশ' এর বাংলাদেশের একমাত্র প্রতিনিধি আসিফ ইসলামের মাধ্যমেই তাকে খুঁজে পাওয়া সহজ হলো।

এর একদিন পূর্বে চাঁদপুর সাহিত্য একাডেমী একটি সাহিত্য সভার আয়োজন করে। আমাকে সে সভার প্রধান অতিথি করা হয়। আমি চাঁদপুর সাহিত্যাঙ্গনের এই উদার ও আন্তরিকতা দেখে আবেগ আপ্লুত হই। সে সভায় সভাপতিত্ব করেন বিশিষ্ট লেখক প্রকৌঃ দেলোয়ার হোসেন। উপস্থাপক ছিলেন সর্বাধিক প্রচারিত একটি সাহসী দৈনিক চাঁদপুর কণ্ঠ এর সম্পাদক বিশিষ্ট সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব কাজী শাহাদত। ওনার সাহিত্য রসঘন উপস্থাপনা ছিলো অত্যন্ত চমৎকার। ওনার পত্রিকার পাতায় নতুন নতুন লেখকদের প্রেরণা দিয়ে যাচ্ছেন।

জীবন জীবিকার তাগিদে আমি নিজে আশির দশকের শুরুতেই দেশ ছেড়ে রিয়াদ প্রবাসী। সে থেকে চাঁদপর আমার হোম ডিস্ট্রিক সম্পর্কে খুব একটা স্বচ্ছ ধারণা নেই। চম্পকের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান হেভেন এ বসেই দীর্ঘ আলোচনা। জানতে পারলাম তার পত্নীও একজন শিল্পী। বিশেষ করে নজরুল সঙ্গীতের প্রতিই তার বিশেষ দুর্বলতা। সে দুর্বলতা আমার মাঝেও গভীর।

কথা হলো একদিন গান শুনবো। চাঁদপুর শহরের মধ্যিখানেই একটি চমৎকার হোটেল রজনীগন্ধা। তাতেই উঠেছিলাম। বিশেষ করে গানের দাওয়াত এবং গানগুলো ভিডিও ধারণ করতে গভীর রাত হয়ে যেতে পারে তাই আগেভাগেই হোটেলের ব্যবস্থা। চম্পক দা র ব্যবসা প্রতিষ্ঠান হেভেন এর পেছনেই তার বাসভবন। বেশ ছিমছাম। দু'সন্তানের জনক তিনি। স্বর্ণালি এবং জিত। স্বর্ণালি বড় মেয়ে এবং জিত ছোট ছেলে।

রুপালী চম্পক শিল্পী পরিবার (ছবিটি মোবাইল ফোনের ক্যামেরায় ধারণকৃত)

সামান্য কিছু আলাপ চারিতার করলেন মরুপলাশ এর পক্ষ হতে মরুপলাশ ও রুপসী চাঁদপুর এর নিয়মিত লেখক বীর মুক্তিযোদ্ধা প্রকৌশলি দেলোয়ার হোসেন। এর পরই চম্পক দা শোনালেন সেই প্রিয় গানটি .. শোন একটি মুজিবরের কণ্ঠ থেকে লক্ষ মুজিবরের কণ্ঠ..। তবলায় বসে গেল জিত। বয়স কতইবা এই আট দশ হবে হয়তো। এখনই গঙ্গীতে তবলা সংযোগ! আমি মুগ্ধ বিস্ময়ে চেয়ে থাকি।

শিল্পী রুপালী

এবার রুপালী মানে চম্পক দার সহধর্মিনী। তিনি কিছুটা ভূমিকা রাখলেন। জানালেন তার জীবনের পরম সৌভাগ্য হয়েছিলো ঢাকার কবি ভবনে অসুস্থ কবি নজরুলের পায়ের কাছে বসে গান শোনাবার। সেই মহান কবির আশীর্বাদেই এখনও নজরুলগীতিকে তিনি ধরে রাখতে পেরেছেন। সেই গানটি দিয়েই তিনি শুরু করলেন... জনম জনম ধরে তব তরে কাঁদিব.. আমার ব্যক্তিগত ব্যবহারের হ্যান্ডিকমটি নিয়ে আমি ব্যস্ত হয়ে পড়লাম। কেননা সেই স্বণালি মুহূর্তগুলো ধরে রাখতে হবে।

একে একে শোনালেন বেশ কয়েকটি নজরুলগীতি। স্বর্ণালি ও শোনালো দু'টি গান এবং সর্বশেষে শোনালো একটি গান জিত। এমন একটি সঙ্গীত

পরিবার আমার চাঁদপুরে রয়েছে তা আমার জানাই ছিলো না। জানতে পেরে গর্বে বুকটা ভরে গেল। আরও জানলাম তারা নিজস্ব উদ্যোগে গড়ে তুলেছে চাঁদপুরে একটি সঙ্গীত বিদ্যালয়। ডাকাতিয়ার সুশীতল হাওয়া এসে যেন মরুর দীর্ঘ দু'যুগের তপ্ত এবং বিশুস্ক বুকটা এক পশলা বৃষ্টিতে সিক্ত করে দিলো।

না সেদিনের গানে মন ভরেনি। মরুপলাশ এর উপদেষ্টা সম্পাদক বিশিষ্ট সাহিত্যিক অধ্যাপক হেলালউদ্দিন আহমদ এর কুমিল্লার শাকতলাস্থ টিপু নিকুঞ্জ তার বাসভবনে কয়েকদিনের আথিত্য গ্রহন করেছিলাম। সেখানেই ওনার সঙ্গে রুপালী সম্পর্কে আলাপচারিতা হয়। ওনার প্রেরণাতেই এই মরুর বুকে জন্ম নিয়েছে ১৯৮৭ সালে মরুপলাশ। যা এখন প্রযুক্তির আশীর্বাদে (ইন্টারনেটে) পুরো বিশ্বে বাঙালি পাঠকদের মনের খোরাক জুগিয়ে চলেছে। মরুপলাশ এর যে কোন বিষয়েই ওনার মতামতকে শ্রদ্ধার সঙ্গে অগ্রাধিকার দেয়া হয়। ওনি বললেন– আর একদিন চলো রুপালীর গান শুনি। তারপরই লিখবে মরুপলাশ এর গ্রুপের সব ক'টি পত্রিকায় এ যোগে। এটা তোমার পবিত্র দায়িত্ব। কেন না তুমি চাঁদপুরের সন্তান। তবে 'প্রতিভার সন্ধানে মরুপলাশ' প্রকল্পের আওতায় কাজটি করবে। মনে রাখবে সব কাজের পেছনেই একটি সুপরিকল্পিত পরিকল্পনা থাকতে হয়। ওনার কথা অনুযায়ী এ লেখাটি মরুপলাশ গ্রুপের 'রুপসীচাঁদপুর', 'মোহনা', 'চারুবন', শিশুকিশোর 'বৈশাখী' এবং মুল 'মরুপলাশ' এ একযোগেই পোষ্ট করা হলো।

এক সঙ্গীত সন্ধ্যায় শিল্পী রুপালী চম্পক

এই পরিকল্পনাটির পরী যাতে ডানা মেলে উড়ে গিয়ে কল্পনাটি ষোল কলায় রুপ না নেয় তেমনভাবেই প্রস্তুতি নিলাম। রুপালী দিদির সঙ্গে ও চম্পক দার সঙ্গে মোবাইলে যোগাযোগ করলাম। জানালাম খুব শিগ্রই আমাকে রিয়াদে ফিরতে হবে, তাই আমাদের জন্য তারা যেন আরও একদিন সময় দেন। তারা দু'জনেই সানন্দে আমাদেরকে পুণরায় আমন্ত্রণ জানালেন।

এবার অধ্যাপক হেলালউদ্দিন আহমদ নিজে রুপালীর সঙ্গে কথা বললেন মরুপলাশ এর পক্ষ হতে। উপস্থিত ছিলেন প্রকৌশলী দেলোয়ার হোসেন এবং মরুপলাশ গ্রুপের চাঁদপুর প্রতিনিধি আসিফ ইসলাম। অধ্যাপক হেলাল তাদের জানালেন আমাদের পরিকল্পনার কথা। প্রায় দু'ঘন্টা তারা সময় দিলেন। গানে গানে মন ভরিয়ে দেবার সঙ্গে সঙ্গে ভিডিও ক্যামেরার ফিতাটিও ভরিয়ে দিলেন। তখনকার সেই অশান্ত সময়ে বুকভরা পরম তৃপ্তি নিয়ে চাঁদপুর থেকে কুমিল্লার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলাম। বিদায়ের আগ মুহূর্তে রুপালী বিদায়ের গান গাইলেন। ..আমার যাবার সময় হলো.. দাও বিদায়..

ঢাকা, কুমিল্লা এবং চাঁদপুরসহ মোট ১১ জনের গান নিতে পেরেছিলাম সেই স্বল্প সময়ের ছুটিতে। সেই গানগুলো এতদিন ধরে রিয়াদের সাংস্কৃতিক অঙ্গনের বিদগ্ধজন এবং রিয়াদ থেকে বারশত কিলোমিটার দুর লোহিত সাগর নগরী জেদ্দার ও বেশ ক'জন সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব গানগুলো শোনে যে মতামত দিয়েছেন। তাতে নির্দ্বিধায় বলা যায় নজরুল সঙ্গীতে চাঁদপুরের রুপালী এক অনন্য প্রতিভা। তিনি চাঁদপুরের গর্ব। এই প্রথিতযশা শিল্পী এবং তাঁর শিল্পী পরিবারকে মরুপলাশ এর পক্ষ হতে এক আকাশ শুভেচ্ছা ও অন্তবিহীন ধন্যবাদ। তাদের পরিবারটির সুরের মুর্ছনায় চাঁদপুরের সঙ্গীতাঙ্গন সমৃদ্ধ করেও পুরো দেশ এবং বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ুক এবং পড়বে সে বিশ্বাসই মরুপলাশ রাখে। মরুপলাশ এই শিল্পী পরিবারের সর্বাঙ্গীন মঙ্গল কামনা করছে।

–দেওয়ান আবদুল বাসেত
সম্পাদক
রুপসীচাঁদপুর, মোহনা, চারুবন, বৈশাখী

রিয়াদ, সউদী আরব।
১০ ফাল্গুন ১৪১৩বাঙলা
২২ ফেব্রুয়ারি ২০০৭ইং।
email: marupalash@gmail.com
www.marupalash.com